মহিবুর রহমান স্মরণে আমরা’৮৫ এর স্মরণ সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান

সামাজিক সংগঠন আমরা’৮৫ মেহেরপুর এর উদ্যোগে সংগঠনের সদ্য প্রয়াত সদস্য মহিবুর রহমান এর স্মরণে স্মরণ সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের হোটেল বাজার অফিসে এ স্মরণ সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সহ সভাপতি মফিজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সামসুল আযম লিন্টু, উপদেষ্টা ডা. জেপি আগরওয়ালা সপ্পু, কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুল হক মন্টু, সদস্য সরফরাজ খান, আশিকুজ্জাম সবুজ, অঞ্চল ভট্টাচার্য্য, সেন্টু, রাজ্জাক প্রমূখ। সবশেষে সদস্য শহিদুল্লাহ বাদল দোয়া পরিচালনা করেন।

স্মরণ সভার শুরুতে প্রয়াত সদস্য মহিবুর রহমানের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উল্লেখ মহিবুর রহমান গত ২৭ নভেম্বর ২০২১ মৃত্যুবরণ করেন।

রূপসী বাংলার ২য় বর্ষপূর্তি উৎসব ও সম্মাননা স্মারক প্রদান

দিনভর নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে স্মরণীয় করে রাখা হলো দর্শনা রূপসী বাংলা সোসাইটি’র ২য় বর্ষপূর্তি উৎসব। ২০১৯ সালের ১ ডিসেম্বর পথচলা শুরু হয় রূপসী বাংলা সোসাইটির। গুটি গুটি পায়ে সফলভাবে এ সংস্থার কার্যক্রম অতিবাহিত হয়েছে।

২ বছর পেরিয়ে ৩ বছরে পথচলায় শুক্রবার দিনভর অনুষ্ঠিত হয় বর্ষপূর্তি উৎসব। সকালে সংস্থার দর্শনা আজমপুরস্থ কার্যালয় থেকে বের করা হয় বর্ণাঢ্য র্যালি। দুপুরে মহ্নাভোজ শেষে বিকাল সাড়ে ৩ টায় কাটা হয় কেক। এর আগে অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা সহ বরণ করে রূপসী বাংলা পরিবারের সদস্যরা।

অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা মুক্তি ক্লিনিকের পরিচালক ডাঃ রফিকুল ইসলাম, দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফার“ক আরিফ, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আ. হান্নান ছোট, দর্শনা পৌর প্যানেল মেয়র রবিউল হক সুমন, কবি ও সাহিত্যিক আবু সুফিয়ান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল, দৈনিক মাথাভাঙ্গা স্টাফ রিপোটার আলম আশরাফ, দর্শনা রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হবা জোয়ার্দ্দার।

সভায় বক্তারা বলেন, রূপসী বাংলা খুব অল্প সময়ে মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বেশ সুনামের সাথেই চলছে তাদের কার্যক্রম। পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নিতেই নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এ সংস্থার সকলে। রূপসী বাংলার সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে দায়িত্ববান হতে হবে, কাজ করতে হবে আন্তরিকতার সাথে।

রূপসী বাংলা সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক হার“ন রাজুর সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মিনহাজ উদ্দিন, দর্শনা সোসাইটির ব্যবস্থাপক (সার্বিক) আরাফাত হোসেন মিস্টার, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ, সৌদি প্রবাসী বিল্লাল হোসেন, আ. হান্নান, জাহাঙ্গীর আলম, সাংবাদিক ইয়াছিন জুয়েল, কার্ত্তিক সাহা, সিরাজুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, আ. হালীম, আ. মজিদ, আ. কাদের, আনার“ল ইসলাম, আ. রহমান।

রূপসী বাংলা সোসাইটির ব্যবস্থাপক মাহমুদ হাসান রণির উপস্থাপনায় অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন, রোকেয়া খাতুন কেয়া, আসমা আরা শিখা, জোসনা খাতুন, সাদিয়া জামান মিম, নুসরাত জাহান মেঘলা, সুগন্ধা, আমেনা খাতুন, বৃষ্টি খাতুন, মিম আক্তার সাথী, ফারহানা খাতুন, নয়ন, সবুজ, মুন্না, আকাশ, রিমঝিম, তনতু, শাওন, প্রমুখ। আলোচনা পর্ব শেষে সংস্থার ৩২ জন গর্বিত সদস্যের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন অথিতিরা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চলছে।’ ব্যারিকেড গড়ে তোলার পিছনে যে সকল ছাত্র-যুবক-তরুণঅক্লান্ত শ্রম দিয়েছেন, ঘাম ঝরিয়েছেন তাদের মধ্যে ক্রীড়া সংগঠক, ফুটবলার, সংস্কৃতিসেবী আবদুল হামিদ অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অগ্রজদের কাছ থেকে কাঁচা হাতে বন্দুক-রাইফেল চালানোর ট্রেণিং গ্রহণ করে পাকিস্তনি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লড়াইয়ে গোপনে সক্রিয় হন।

মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলিতে মেতে ওঠেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কিশোর-তরুণদের সংগঠিত করার কাজে। যে দুরন্ত কিশোর সারাদিন মেতে থাকেন খেলাধূলা নিয়ে, সেই তিনিই রাতের আঁধারে স্কুলের প্রাচীরে, বাড়ির দেয়ালে, দোকানে, চায়ের স্টলে পোস্টার সেঁটে দিতেন স্বাধীনতার পক্ষে। পোস্টারের স্লোগান গুলি কবিতা হয়ে মানুষের মুখে মুখে ফিরতো।কিশোর বয়সেই তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রীড়াঙ্গনে, ফুটবল মাঠে তিনি নেতৃত্ব দিতেন। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে নাটক মঞ্চায়ন, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনেও নেতৃত্ব দিতেন।

স্বাধীনতার পক্ষে জনমতগড়ে তোলার জন্য বন্ধুদের নিয়ে শহরের অলিগলিতে লিফলেট বিতরণ ও পোস্টারিং করতে একটি গ্রুপ গড়ে তোলেন। একদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী রাজাকারদের মুখের ওপর দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন, ‘এদেশ একদিন স্বাধীন হবেই। রাইফেল বেয়োনেট দিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বপ্নগুলো হত্যা করা যাবে না।’ এ কারণে তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহায়তাকারী বিহারী ও পাকসেনাদের চক্ষশূলে পরিণত হন।

অদম্য সাহসী, সংস্কৃতিসেবী ও ক্রীড়া সংগঠক আবদুল হামিদ তখন ছিলেন মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী। চালাক, চটপটে, বুদ্ধিদীপ্ত আবদুল হামিদ লেখাপড়াতেও ভাল ছিলেন। বিপদে-আপদে ছুটে যেতে যেতেন। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। পাড়া-প্রতিবেশীরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। বয়োস্বল্পতার কারণে স্বাধীনতাযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করেও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করতেন।

সেদিন ছিল ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ। সকালটা ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন, কিন্তু দুপুরটা রৌদ্র ঝলমলে। পোস্টারিং ও লিফলেট বিতরণ করে বাড়িতে দুপুরের আহারে বসেছেন আবদুল হামিদ। মা তাঁকে পাশে বসিয়ে খেতে দিয়েছেন, ছোট ভাই আবদুল লতিফ, আবদুল গণি, মনিরুল ইসলাম ও আবদুস সালাম উঠানে খেলাধূলায় মেতে আছেন। মা তাঁর পাতে মাছ, সবজি,

লেখক: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক ও সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের ১৪৩৬ তম পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি ১৪৩৬তম আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সাড়ে পাঁচ টার সময় চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ চত্বরে শহীদ আলাউল হলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাহিত্য আসর ‘পদধ্বনি’ অনুষ্ঠিত হয়।

১৪৩৬তম এই আসরে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলালের সভাপতিত্বে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারন সম্পাদক নজির আহমেদের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় স্বরচিত লেখা পাঠ করেন নাট্যজন মোঃ আলাউদ্দীন,ডাঃ হেদায়েত উল্লাহ, জামাল উদ্দীন, আনছার আলী, সার্থক আলীম,আব্দুল হামিদ,রতন কুমার শর্মা,মুর্শিদ,হারুন অর রশিদ, মাসুদ রানা,তৌহিদ আকবর অন্তু,সালমা খাতুন,রাবেয়া খাতুন লিমু।চিয়ারত সাহিত্য থেকে কবিতা আবৃত্তি করেন ফারিব আমির ফারাহ।গজল পরিবেশন করেন আমিরুল ইসলাম।

সাহিত্য আসরে আরও উপস্থিত ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক, হোসেন মোহাম্মদ ফারুক, সুমন ইকবাল, গোলাম কবীর মুকুল, গিয়াস উদ্দীন টিটোন, ডাঃ তোফাজ্জেল হোসেন, হোসেন জাকির, আসাদুজ্জামান আসাদ প্রমৃখ। চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদে সভাপতি কবি নজমুল হেলাল বিশিষ্ট গবেষক, বাংলা একাডেমির সভাপতি এবং জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে সাহিত্য আসরের সমাপনী ঘোষণা করেন।

কালীগঞ্জ রাইডার্স গ্রুপের দিনব্যাপী সড়ক জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পালিত

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ রাইডার্স গ্রুপের সদস্যরা, সড়কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে ও পাচ হাজার সদস্য পূর্তি উপলক্ষে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম পালন করেছে।

শুক্রবার সকাল দশটায় কালীগঞ্জ মেইন বাসস্ট্যান্ড এ গ্রুপের সিনিয়র সদস্য তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় সড়ক সচেতনতা নিয়ে বক্তৃতা রাখে, গ্রুপের এডমিন লিসান হোসেন, নিরাপদ সড়ক চাই কালীগঞ্জ শাখার যুগ্ম আহবায়ক ও সাংবাদিক তানজির রহমান, ব্লাড ব্যাংক অফ কালীগঞ্জের সভাপতি স্বাধীন ইসলাম সহ আরো অনেকে।

পথসভা শেষে হেলমেট বিহীন বাইকারদের মাঝে সচেতনতা মূলক লিফলেট দেওয়া হয় এবং হেলমেট পরিহিত দের পুরস্কার স্বরুপ চাবির রিং উপহার দেয় গ্রুপের সদস্যরা।

বিকালে পাচ হাজার সদস্য পূর্তি উপলক্ষে কেক কাটা হয়। অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করে ডিজিটাল মোবাইল হাউজ। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় শতাধিক রাইডার্স অংশগ্রহণ করে।

আলমডাঙ্গায় ইউপি সদস্যদের বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ আদায় আ.লীগ নেতার

আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসন ও এক ওয়ার্ড সদস্যকে নির্বাচিত করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এই দুই প্রার্থী নির্বাচনে পরাজিত হলে

টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছেন জেহালা ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান মাষ্টার।

টাকা ফেরতের বিষয়টি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনা পরদিন ঘটলেও ৩ ডিসেম্বর এলাকায় জানাজানি হয়। এতে জেলাজুড়ে আলোচনা সমালোচনার ঝড় বইছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৩ টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গত (২৮নভেম্বর)। এ নির্বাচনে জেহালা ইউনিয়নের সংরক্ষিত মহিলা (৪,৫,৬) আসনে অংশ নেয় সানজিদা খাতুন। এছাড়াও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার প্রার্থী আব্দুল মজিদ নির্বাচন করেন। পুলিশ প্রশাসন ও প্রিজাইডিং অফিসারদের ম্যানেজ করে বিজয় করে দিতে প্রতিশ্রুতি দেয় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হান্নান মাস্টার। এ কারণে সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার সানজিদার নিকট থেকে ৩০ হাজার ও মেম্বার প্রার্থী আব্দুল মজিদের নিকট থেকে টাকা নেয়। টাকা নিলেও দুজনই নির্বাচনে পরাজিত হয়। এ বিষয়টি জানাজানি হলে টাকা ফেরৎ দিতে তৎপর হয় হান্নান মাস্টার।

এ বিষয়ে আব্দুল হান্নান মাষ্টার দাবি করেন, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হচ্ছে। আমি নোংরা রাজনীতির শিকার। নির্বাচনে বিজয়ের জন্য নয়, স্বেচ্ছায় এই দুই প্রার্থী ক্লাব বাবদ ও কর্মীদের জন্য টাকা দিয়েছিল। আমি টাকা নিতে না চাইলেও তারা জোর করে দিয়েছে। পরে তাদের আমানত (টাকা) আমার ফেরত দিয়েছি।

জেহালা ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আব্দুল মজিদ বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নসহ এক যোগে ১৩ ইউনিয়নের তফসিল ঘোষণার পর আমি ৬ নং ওয়ার্ডের মেম্বার প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ায়। তার কয়েকদিন পর আমাকে বিজয়ী করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন জেহালা ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান। বিনিময়ে আমার নিকট থেকে নগত ২০ হাজার টাকা নেন তিনি। গত ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার পর আমি ভোটে পরাজিত হয়। রাতে বিষয়টি জানাজানি হলে পরদিন টাকা ফেরত দেন হান্নান মাষ্টার।

অপরদিকে, জেহালা ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের সানজিদা খাতুন সংরক্ষিত (৪,৫,৬) নং ওয়ার্ড এর প্রার্থী হিসেবে এই প্রথম নির্বাচনে দাড়ান। তিনি বলেন, আব্দুল হান্নান মাস্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভোটের মাঠে কারো কাছে ভোট চাইতে হবে না। সবাইকে ম্যানেজ করে বিপুল ভোটে বিজয়ী করা হবে। আপনার বিজয় সুনিশ্চিত।

আমার নিকট থেকে ৩০ হাজার টাকা আদায় করে। পরে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হলে আমার টাকা ফেরত দেন আব্দুল হান্নান। এদিকে এঘটনা জানাজানি হলে উপজেলাসহ জেলাজুড়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। ইউপি সদস্যদের নির্বাচিত করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ আদায়ের গুঞ্জনে এলাকায় সরব আলোচনা সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

এ বিষয়ে জানতে জেহালা ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান মাষ্টার বলেন, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগটি করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। সমাজের চোখে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এসব কুৎসা রটনা করে আসছে এক শ্রেণির অসাধু লোকজন। দুই প্রার্থী এই প্রতিবেদকের নিকট টাকার নেয়ার পর ফেরত দেয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন বলে জানালে তিনি বলেন, আব্দুল মজিদের নিকট থেকে নির্বাচনে বিজয়ী করার জন্য টাকা নেইনি। আমাদের একটা ক্লাব আছে। ওই ক্লাবের উন্নয়নের জন্যেই সে নিজেই ২০ হাজার টাকা দিয়েছিল। পরে আমি টাকাটা ফেরত দিয়েছি। অপর মহিলা প্রার্থী সানজিদা খাতুনও স্বেচ্ছায় এলাকার ছেলেদের জন্য দিয়েছিল। আমি নিতে চাইনি। পরে তার টাকা আমারা ফেরত দিয়েছি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল বলেন, নির্বাচনের পর মানুষ অনেকে অনেক কথায় বলে থাকেন। বিষয়টি আদৌও সঠিক কিনা দেখতে হবে। আমাদের কাছে কেউ কোন অভিযোগ করেনি। কেউ অভিযোগ করলে তদন্তের পর ঘটনার সত্যতা পেলে সংগঠন থেকে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কালীগঞ্জে প্রতিবন্ধী দিবস পালিত

কালীগঞ্জের মোঃ আনোয়ারুল আজিম ও আলহাজ্ব বদরউদ্দীন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বিদ্যালয়ে বিশ্ব ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়েছে।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টায় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ মোঃ আনোয়ারুল আজীম ও আলহাজ্ব বদরউদ্দীন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বিদ্যালয়ে,

সমাজসেবা অধিদপ্তরের অর্থায়নে, চ্যালেঞ্জার মানব উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ৩০ তম বিশ্ব ও ২৩ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়।

বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আজমিরা চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন চ্যালেঞ্জার মানব উনয়ন সংস্থার সাধারন সম্পাদক সোহেল আহম্মদ। সভা পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক ও সাংবাদিক শাহ আলম।

গাংনীতে ফেনসিডিল ও বন্দুকের কার্তুজসহ আটক-২

মেহেরপুরের গাংনীতে থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে উপজেলার করমদি গ্রাম থেকে মাদককারবারী দুই সহোদর মোহাম্মদ আলী (৪৫) ও আজাদ আলী (৪০) কে আটক করেছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৪২ বোতল ফেনসিডিল ও দুই রাউন্ড বন্দুকের কার্তুজ। শুক্রবার (৩ ডিসেম্বর) ভোর রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাদেরকে আটক করা হয়। মোহাম্মদ আলী ও আজাদ আলী ওই গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে।
গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, ভোর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই আব্দুর রাজ্জাক ও সঙ্গীয় ফোর্স করমদি গ্রামের মোহাম্মদ আলী ও আজাদ আলীর বসত বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় ঘরের সিঁড়ির নীচ থেকে একটি প্লাস্টিকের বস্তায় মোড়ানো ৪২ বোতল ফেনসিডিল ও দুুই রাউন্ড বন্দুকের কার্তুজ পাওয়া গেলে তাদের আটক করে থানায় নেয়া হয়। এদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের সাপেক্ষে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে দুইটি মাদক মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে বলে জানান ওসি আব্দুর রাজ্জাক।

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মেলেনি শহীদ উজির আলী মালিথ্যার

একাত্তরের ১৫ আগস্ট। জমাট মেঘে ঢাকা আকাশ, মাঝে মধ্যে হালকা বৃষ্টি। সন্ধ্যা নামতে না নামতেই গাংনী থানার সাহারবাটী গ্রামে নেমে আসে ঘুটঘুটে আঁধার। চারদিকে সুনসান নিরবতা। মুক্তিপাগল তরুণ-যুবকরা গ্রাম ছেড়ে আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে গেছেন। বাড়িতে একাই পায়চারি করছেন উজির আলি মালিথ্যা। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণার পরপরই বড় ছেলে আক্কাস আলির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সাহারবাটী ইউনিয়ন সংগ্রাম পরিষদ।

মেজ ছেলে আকরাম আলি মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের শুরুতেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বেতাই ক্যাম্পের আশে পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। স্থানীয় রাজাকারদের হুমকি ও আত্মীয়-স্বজনদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি দেশত্যাগ করেননি। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাড়িতে অবস্থান করে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন। হঠাৎ একদিন রাত নয়টার দিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আল শামসরা উজির মালিথ্যার বাড়িটি ঘিরে ফেলে। হামলা চালায় বাড়ির পাশ-ঘরের দরজায়। সজোরে লাথি মেরে ভেঙে ফেলে সদর-দরজা। ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে দরজা খুলে দেন অসমসাহসী উজির আলি। ঢুকেই স্ত্রী ও গৃহকর্মীর সামনে তাকে রাইফেলের বাট ও ছড়ি দিয়ে নির্দয়ভাবে পোটাতে থাকে পাক-হানাদার বাহিনীর জওয়ানরা। বেদম প্রহার ও উপর্যুপরি লাথির আঘাতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। টানতে টানতে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসা হয়। চোখ বেঁধে ট্রাকে তুলে ভাটপাড়া ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৫ আগস্টের গভীর রাতে তাকে ও তার বন্ধু এমলাক হোসেনসহ ৬ জন বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠককে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে পাশে কাজলার পানিতে লাশ ভাসিয়ে দেয়। তাদের লাশ আজও স্বজনরা খুঁজে পায়নি। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত কাজী সাজ্জাদ আলী জহির রচিত ‘মুক্তি সংগ্রামে মেহেরপুর’ (জানুয়ারি ২০১৬) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, ‘১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে গাংনী থানা শান্তি কমিটির বিশেষ বৈঠকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকাররা বুদ্ধিজীবী এবং স্থানীয় এলিটদের নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তালিকা আগেই করা ছিল, তা কার্যকর

করা হয় ১৫ আগস্ট থেকে।’

উজির আলির জন্ম ১৯১৫ সালে নদীয়া জেলার করিমপুর থানার গোয়াস-রহমতপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। বাবা দিরাজতুল্লাহ ছিলেন সচ্ছ্বল কৃষক, মা সাবেরা বেগম গৃহিণী। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে তাঁর পরিবার মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পেশা হিসেবে বেছে নেন ব্যবসা, চাষাবাদ ও জনসেবা। তার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন সাহারবাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

তিনি ছিলেন একাধারে মানবহিতৈষী সমাজসেবক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মী, এবং মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ঠ সংগঠক। কবিতা রচনা করতেন এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় নিজের ছেলে ও স্থানীয় তরুণদের সহযোগিতা প্রদান করতেন। পকিস্তান আমলে সামরিক শাসনের মধ্যেও তার সহযোগিতায় উদযাপিত হয়েছে পয়লা বৈশাখ, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী। সরাসরি রাজনৈতিক দলে যুক্ত না হয়েও ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ষাটের দশকের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতাযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতির সূচনালগ্নে তার বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তার বাড়িটি ছিল রাজনীতি ও সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান।

বড় ছেলে আক্কাস আলি ছিলেন গাংনী থানা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ঠ সংগঠক। রফিকুর রশীদের লেখা ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মেহেরপুর জেলা’ (আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৭) গ্রন্থে উজির আলি মালিথ্যাকে ‘মুক্তমনা ও সংস্কৃতিপ্রাণ’ মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে রফিকুর রশীদ লিখেছেন, ‘সাহারবাটির আরো দুজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম হচ্ছে: এমলাক হোসেন এবং উজির মালিথ্যা। দুজনেই মুক্তপ্রাণ ও সংস্কৃতিপ্রাণ। নিজেদের ছেলেদের মানুষ করেছেন উদার নৈতিক পরিবেশে। নিজ এলাকার মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৫ আগস্ট গভীর রাতে তাদের হত্যা করা হয়।’ উজির আলি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, মফস্বল বাসের কারণে এই প্রতিভাধর সাংস্কৃতিক সংগঠক ও প্রগতিশীল মানুষটি মেহেরপুর জেলার বাইরে খুব বেশি পরিচিত নন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তার বীরোচিত আত্মত্যাগে স্মৃতি ও পৌরষদীপ্ত ব্যক্তিত্ব এ এলাকার মানুষের হৃদয়ে অক্ষয় ও অম্লান হয়ে আছে।